বেসরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানগুলোর আসনসংখ্যা প্রতিষ্ঠানভেদে ২০ থেকে ৫০টি। তবে বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স নং LX-1983 অনুযায়ী গঠিত কিনা তা যাচাই করে নেয়া উচিত। কেননা অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরিরত অবস্থায় কেউ ধরা পড়লে আইনে গুরুতর শাস্তির বিধান রয়েছে।

চাকরির বাজারে নার্সিং : মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে নার্সিং বিষয়টি শুরু হলেও বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে দেশে ও দেশের বাইরে স্বীকৃত। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এখনো এই পেশায় দক্ষ ও মেধাবী লোকবলের সঙ্কট রয়েছে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের বিপরীতে ৫ জন নার্স দরকার। তাই দক্ষ নার্সের ভালো চাহিদা রয়েছে দেশে। নার্সদের জন্য চাকরির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিষয়ক অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো। সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার নার্সের কোটা রয়েছে। এছাড়া নতুন হাসপাতাল তৈরি ও হাসপাতালের সেবা বাড়ানোর ফলেও প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে নার্সের চাহিদা। সরকারিভাবে সাধারণত বছরে একবার বা দুই বছরে একবার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এই নিয়োগ হয়ে থাকে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে দেশে প্রচুর হাসপাতাল ও ক্লিনিক গড়ে ওঠার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে নার্সদের জন্য বিশাল কর্মবাজার। প্রতিটি হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনার জন্য ডাক্তারদের পাশাপাশি দরকার একদল দক্ষ নার্স। সরকারি নার্সরা সরকারি পে-স্কেলে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতা ভেদে ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন হয়ে থাকে।

বিদেশেও আছে কাজের সুযোগ : সব সেবাধর্মী কাজেই সারাবিশ্বে বাংলাদেশের জনশক্তির বেশ ভালো সুনাম রয়েছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের নার্সরাও পিছিয়ে নেই। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই বাংলাদেশের নার্সদের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের কিছু দেশ উল্লেখযোগ্য। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ১৪শ নার্স যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন। তারা প্রতি বছর নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিদেশে কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য নার্সিং বিষয়ে পড়াশোনাসহ ভালো ইংরেজি জানা আবশ্যক। ■

চীনে উচ্চশিক্ষা

● **রবিউল কমল**

বর্তমান সময়ে চীন পৃথিবীর দ্রুত অগ্রসরমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। চীনারা মনে করেন তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই; যে কারণে তারা শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করছেন। চীনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমান বৈশ্বিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বিশেষত শিল্পায়নের সবগুলো ক্ষেত্রকে বিবেচনায় এনে কোর্স প্রণয়ন করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে চীনের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার্থে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাচ্ছে। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

প্রথম করণীয় : চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য অসংখ্য প্রোগ্রাম অফার করে থাকে। তাই একজন আগ্রহী শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ হবে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জেনে নিয়ে তার পছন্দের প্রোগ্রামগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা। অতঃপর তাকে চীনের সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খোঁজ নিতে হবে।'মনে রাখতে হবে, যত বেশিসংখ্যক ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যায় ততই ভালো, কারণ এতে একজন শিক্ষার্থীর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আবেদনপত্র : আবেদনপত্রের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় ই-মেইল করে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তার ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করতে পারে। আবেদন ফরম অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পূরণ করতে হবে এবং ঘষামাজা করা চলবে না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই আবেদনপত্র প্রসেস করার জন্য একটি নির্ধারিত ফি নিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে এই ফি ৩৮০ থেকে ৭৭০ ইউয়ান পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবেদন ফি অগ্রিম পরিশোধ করে তার রসিদটি আবেদন ফরমের ডকুমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হয়।

যেসব ডকুমেন্ট প্রয়োজন : চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবেদনপত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু কাগজপত্র চেয়ে থাকে যেন তারা এসব ডকুমেন্ট থেকে আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। আবেদনপত্রের সঙ্গে যেসব কাগজপত্র পাঠাতে হয়, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- HSK সনদ (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম ব্যান্ড স্কোর ৪-৬, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ৫-৮) যা চাইনিজ ভাষায় আপনার দক্ষতা প্রমাণ করবে।
- যেসব আবেদনকারী ইংরেজি ভাষাভাষী নন, তাদের TOEFL বা IELTS-

এর প্রয়োজনীয় স্কোর থাকতে হবে এবং এর সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

● এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাইলে GRE বা GMAT-এর স্কোর শিট সংযুক্ত করতে হবে।

● বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপকের একাডেমিক সুপারিশপত্র (Recommendation Letter) প্রয়োজন যেখানে ফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকবে।

● প্রার্থীর একটি পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা সংযুক্ত করতে হবে।

● ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।

● সাম্প্রতিক সময়ে তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

● পাসপোর্টের ফটোকপি।

● আবেদন ফি জমা দেয়ার রসিদ।

কোন কোন পর্যায়ে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট : চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু আছে। এই প্রোগ্রাম সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা হতে পারে। এই ৪ বছরের অধ্যয়ন শেষে আপনি ব্যাচেলর ডিগ্রি পাবেন কিনা তা নির্ভর করবে আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং কোন কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তার ওপর। মনে রাখা প্রয়োজন, ভালো মানের চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট : চীনের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর পর্যায়ে সফল শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স ও পি এইচডি ডিগ্রি অফার করে থাকে। মাস্টার্সের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ৩ বছর অধ্যয়ন করতে হয় এবং পিএইচডির জন্য মাস্টার্সের পর আরো ৩ বছর অধ্যয়ন করতে হয়।

চীনের স্টুডেন্ট ভিসা : বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চীনের ক্ষেত্রেও এটা ব্যতিক্রম নয়। বিদেশিদের চীন সরকার যে বিভিন্ন ধরনের ভিসা দিয়ে থাকে, তার মধ্যে এক্স (X) ক্যাটাগরির ভিসা বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা হিসেবে দেয়া হয়। যে কোনো ছাত্রছাত্রী যারা ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য চীনে পড়াশোনা করতে যাবেন, তাদের জন্য তাদের কাছাকাছি চায়না অ্যাম্বেসি থেকে (X) ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

ভিসার আবেদন : আপনার চীনে পৌঁছানোর আনুমানিক তারিখের ১ মাস আগে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। কাউন্সেলর অফিস থেকে আপনাকে ভিসার আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে বলা হবে যেসব কাগজপত্র আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করবে। আবেদন ফরম অবশ্যই যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। ঘষামাজা করা যাবে না। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের কম হলে তার পিতা-মাতা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে পারেন। আবেদন ফরম অবশ্যই সশরীরে প্রার্থীর নিজ দেশের চীনা অ্যাম্বেসি অথবা কাছাকাছি কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসে জমা দিতে হবে। কোনোভাবেই ডাকযোগে আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না। প্রার্থী কোনো কারণে অসমর্থ হলে তার পক্ষে অন্য কাউকে সশরীরে গিয়ে জমা দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

● মূল পাসপোর্ট (ন্যূনতম ৬ মাস মেয়াদ থাকতে হবে)

● পূরণ করা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফরম

● সাম্প্রতিক তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

● শারীরিক যোগ্যতার প্রমাণপত্র

● চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইস্যু করা 'Visa Application Form For International Students' (JW201 or JW 202)-এর একটি মূলকপি এবং একটি ফটোকপি।

● যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন, সেখান থেকে ইস্যু করা 'Letter of Admission'-এর একটি মূলকপি ও একটি ফটোকপি।

● আপনি যদি আগে কখনো চীনের ভিসা পেয়ে থাকেন, তবে সর্বশেষ ভিসার কপি।

● শিক্ষার্থীর সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি কভার লেটার।

● পাসপোর্টের 'Personal Data Page'-এর ফটোকপি।

এভাবে একজন শিক্ষার্থী উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ভালো মানের কোনো চীনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।

আরো তথ্যের জন্য : এ বিষয়ে আরো তথ্য পেতে আগ্রহীরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন : service@at0086.com

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বাংলাদেশের কনসালট্যান্সি ফার্মগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এ ধরনের কয়েকটি মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা নিচে দেয়া হলো :

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

LUMINOUS, বাড়ি : ৪৬, সড়ক : ৯/এ (৩য় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, ০১৮১৯-২৪১৬৯৬, ০১১৯০৩৪৬১৪৯

SANGEN Intl (Pvt) Ltd.
৩৩, কাদের অর্কেড, মিরপুর রোড (৫ম তলা)
সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা, ০১৯১৩-৫৪২৭৬৯

The Study Linkers
২য় তলা, ১৪/এ/২, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ০১৯৪৪-৭৭৭৬০০-৩ ■